দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 10-Sep.2013 ...
পৃ: ১৬ কলাম ৬

কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা কর্তৃপক্ষ গঠনের উদ্যোগ সুগভীর ষড়যন্ত্র: হেফাজতে ইসলাম

□ চট্টগ্রাম ব্যুরো

কওমি মাদ্রাসাসমূহের ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে 'বাংলাদেশ কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা কর্তৃপক্ষ' গঠনের যে উদ্যোগ সরকার নিতে যাচ্ছে, তা প্রত্যাখ্যান এবং এর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ জোরদার অবস্থান নেয়ার আহ্বান জানিয়েছেন হেফাজতে ইসলামের নেতৃবৃন্দ। গতকাল সোমবার এক যৌথ বিবৃতিতে হেফাজতে ইসলামের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ এ আহ্বান জানান। একই সাথে হেফাজত নেতা মুফতি মুহাম্মদ ওয়াক্কাসকে

- পৃ:১৫ ক: ৪

কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা কর্তৃপক্ষ

১৬-এর পৃষ্ঠার পর

৫টি মামলায় ১৫ দিনের রিমান্ডে নেয়ার প্রতিবাদ জানিয়ে অবিলম্বে রিমান্ড বাতিল ও সকল মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করে তাকে মুক্তি দেয়ারও আহ্বান জানিয়েছেন তারা।

বিবৃতিতে তারা বলেন, কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা কর্তৃপক্ষ নামে ষড়যন্ত্রমূলক এই বিল পাস হলে কওমি মাদ্রাসা পুরোপুরি সরকারের নিয়ন্ত্রণে চলে যাবে। মূলত কওমি মাদ্রাসাকে ধ্বংস করার জন্যেই সরকার এ উদ্যোগ নিয়েছে। কওমি মাদ্রাসার ঐতিহ্য ধ্বংস করে, সিলেবাস পরিবর্তন ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা সরকারের হাতে তুলে দেয়ার বিনিময়ে সনদ লাভের প্রশ্নই আসে না।

বিবৃতিতে হেফাজত নেতৃবৃন্দ বলেন, আমরা কওমি মাদ্রাসার ওপর সরকারের যে কোন হস্তক্ষেপ ছাড়া শুধু সনদের সরকারি স্বীকৃতির দাবি জানিয়ে আসছিলাম। কিন্তু সরকার এখন সংসদে যে বিল উত্থাপনের লক্ষ্যে খসড়া তৈরি করেছে, তাতে সনদের কথা তো উল্লেখই নেই, বরং কওমি মাদ্রাসাসমূহকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে সরকারের আজ্ঞাবহ করার লক্ষ্যে সকল আয়োজন চূড়ান্ত করা হয়েছে।

বিতর্কিত এ বিলে প্রস্তাবিত 'বাংলাদেশ কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা কর্তৃপক্ষ'-এর চেয়ারম্যানসহ সব সদস্যই সরকার নিয়োগ দেবে। এমনকি চেয়ারম্যানের যে যোগ্যতার উল্লেখ করা হয়েছে, তাতে কওমি শিক্ষায় শিক্ষিত নন এমন ব্যক্তিকেও নিয়োগ দেয়ার সুযোগ থাকবে। মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন আমলা পদাধিকার বলে থাকবে সচিব। পরিচালনা কমিটি, প্রিন্সিপাল ইত্যাদি সরকার ইচ্ছেমতো বানাবে। অর্থ ও ব্যবস্থাপনাও চলে যাবে কর্তৃপক্ষের হাতে। সরাসরি জনগণের সম্পৃক্ততা, ইচ্ছা ও আন্তরিকতায় পরিচালিত হাজার হাজার কওমি মাদ্রাসা তখন সরকারি পছন্দ-অপছন্দের খেলনায় পরিণত হবে। দুর্নীতি, ঘুষ, অনিয়ম, দলবাজি ও ধর্মবিরোধী কৌশল বাংলাদেশের মানুষের আস্থা ও ভরসার এ জায়গাটিকে ধ্বংস করে ছাড়বে। নেতৃবৃন্দ বলেন, খসড়া বিলে যা দেখেছি, তাতে ইসলামপ্রিয় যে কোন সচেতন নাগরিক উদ্বিগ্ন না হয়ে পারেন না। দেশের বড় বড় আলেমরা এই বিল প্রত্যাখ্যান করেছেন। এটা কোনভাবেই মানা হবে না।

বিবৃতিতে কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ আরো বলেন, সরকার কওমি সনদের স্বীকৃতির নামে শুরু থেকেই প্রতারণাপূর্ণ আচরণ করে আসছে। তাছাড়া আমাদের উত্থাপিত ৫টি শর্ত পূরণ না করে এবং চেয়ারম্যানকে না জানিয়েই কমিশন বিতর্কিত সিদ্ধান্ত নেয়া শুরু করলে নেতৃস্থানীয় ওলামা-মাশায়েখদেরকে নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমেই এ কমিশনের চেয়ারম্যানের পদ ছেড়ে দিয়ে এ কমিশনকে প্রত্যাখ্যান করেন হেফাজত সভাপতি আল্লামা শাহ আহমদ শফী।

তারা বলেন, কওমি মাদ্রাসা ধ্বংসের এ নীলনকশা ধর্মপ্রাণ জনগণ কিছুতেই বাস্তবায়িত হতে দেবে না। যে কোন মূল্যে ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করে কওমি মাদ্রাসাকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা হবে ইনশাআল্লাহ। প্রয়োজনে ৬ এপ্রিল লং মার্চ ও ৫ মে ঢাকা অবরোধের চেয়েও বড় বড় কর্মসূচি দিয়ে কওমি মাদ্রাসা তথা ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির দুর্গকে রক্ষা করা হবে। বাংলাদেশকে কোন অবস্থাতেই ধর্মহীন গণরাজ্যে পরিণত করতে দেয়া হবে না। তারা এ ব্যাপারে সজাগ ও সতর্ক থাকার জন্য ওলামা-মাশায়েখ, মাদ্রাসা ছাত্র ও তৌহিদী জনতার প্রতি আহ্বান জানান।

নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, ইসলামী শিক্ষার ঐতিহ্যবাহী কওমী মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থার এ ধারা বাংলাদেশের মানুষকে ধর্মপ্রাণ ও মানবিক বানাতে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। দেশের সাড়ে চার লাখ মসজিদের ইমাম, মুয়াজ্জিন লাখ লাখ খতীব, আলেম, মুফতি, মুহাদ্দিস, মুফাসসির, ইসলাম প্রচারক, গবেষক ও পীর-মাশায়েখ এসব মাদ্রাসা থেকেই তৈরি হয়। পবিত্র কুরআনের হাফেজ, ক্বারী ও মুয়াল্লিম তৈরিও এসব মাদ্রাসার অবদান। বিজ্ঞ আলেম ও খাঁটি ইসলামী ব্যক্তিত্ব তৈরির জন্য কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা অপরিহার্য। বিশেষজ্ঞ মুফতি মুহাদ্দিস তৈরির জন্যও এসব মাদ্রাসার বিকল্প নেই।

নেতৃবৃন্দ উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, যেখানে দেশের বিভিন্ন কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রকাশ্যে দৈনন্দিন অস্ত্রের মহড়া, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড, চাঁদাবাজি, খুন-অপহরণ, টেন্ডারবাজি, ধর্ষণ চলছে, যার সচিত্র প্রতিবেদন বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকা ও প্রচার মাধ্যমে দেশের জনগণ প্রত্যক্ষ করছেন, সেখানে কওমি মাদ্রাসাসমূহে এসবের সামান্যতম নজিরও কেউ দেখাতে পারবেন না। অথচ দলীয় রাজনীতির সাথে জড়িত কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাডারদেরকে জঙ্গি আখ্যা না দিয়ে পরিকল্পিত ভাবে ইসলাম বিদ্বেষের নগ্ন অপপ্রয়াস চালিয়ে দেশের মাদ্রাসাসমূহের নিরীহ ছাত্র ও আলেম-ওলামাকে জঙ্গি বানানোর অপপ্রয়াস চালানো হচ্ছে। এটা চরম নিন্দনীয় ও ঘৃণিত চক্রান্ত।

এ বিষয়ে হেফাজত নেতৃবৃন্দ আরো বলেন, বাংলাদেশকে মুসলমানের দেশ বললে যাদের গা জ্বালা করে, যারা নাস্তিক্যবাদকে বাংলাদেশের আদর্শ বানাতে আগ্রহী, ধর্মহীন গণতন্ত্র কায়েমের এজেন্টরা রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় শাহবাগ মঞ্চ সাজিয়েছিল। নাস্তিক-মুরতাদ শক্তির অভয়ারণ্য ইসলামবিদ্বেষী ব্লগারদের সূতিকাগার, আল্লাহ, রাসূল (সা.), ইসলাম ও কুরআন বিরোধী ইতিহাসের জঘন্যতম কটূক্তির জন্য কুখ্যাত শাহবাগ নাটক এ দেশের তৌহিদী জনতা ব্যর্থ করে দেয়ায় ইসলামবিদ্বেষী গোষ্ঠী ধর্মীয় চেতনা ও ইসলামী শিক্ষার কেন্দ্রগুলোতে আঘাত হানতে চাইছে।

তারা নাস্তিক্যবাদি চেতনা নিয়েই কওমি মাদ্রাসা ধ্বংসের কাজে হাত দিয়েছে। বাংলাদেশের ধর্মপ্রাণ মানুষ, সর্বস্তরের ইমাম, আলেম, পীর-মাশায়েখ সংসদে বিল এনে মাদ্রাসা দখল ও ধ্বংসের অপচেষ্টা জীবন দিয়ে হলেও রুখে দেবে। বাংলাদেশে ইসলামী ভাবধারা ও সংস্কৃতি বিনাশের এ সুদূরপ্রসারী চক্রান্ত এদেশের নবীপ্রেমিক তৌহিদী জনতা এক মুহূর্তের জন্যও মেনে নেবে না। সরকার কওমি মাদ্রাসা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করলে দেশে গৃহযুদ্ধ বেধে যেতে পারে। হেফাজতে ইসলামের নেতারা আরো বলেন, বর্তমান সরকার মুখে ধর্মীয় ভাব প্রকাশ করলেও কার্যক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বিপরীত কাজই করছে। বর্তমানে তারা ওলামা-মাশায়েখ ও তৌহিদী জনতার ঐক্যবদ্ধ নাস্তিক্যবাদ বিরোধী আন্দোলনকে নস্যাৎ করে দেওয়ার জন্য কওমি মাদ্রাসা নিয়ে ষড়যন্ত্র শুরু করেছে। ৫ মে শাপলা চত্বরে ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত ও ঘুমন্ত আলেম-হাফেজ ও মুসল্লীদের নির্মমভাবে উৎপীড়ন করে সরকার যে ইসলামপ্রীতির নমুনা দেখিয়েছে, কওমী মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ বিলও তেমনি একটি উদ্যোগ।

তারা বলেন, কওমী মাদ্রাসা বাংলাদেশের ইসলামী শিক্ষা- সংস্কৃতি, জীবনবোধ ও চেতনার অন্যতম রক্ষক। কওমী আলেমগণের নীতি, ঐতিহ্য ও আদর্শের বাইরের যে কোন নিয়ন্ত্রণ, আইন ও হস্তক্ষেপ হবে কওমিধারার জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। হাজার বছরের ইসলামী ধারা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বিকৃত ও সরকারি প্রভাবগ্রস্ত করার ষড়যন্ত্র কিছুতেই সফল হতে দেয়া হবে না। বিবৃতিদাতা নেতৃবৃন্দ হলেন, হেফাজতে ইসলামের সিনিয়র নায়েবে আমীর আল্লামা শাহ মুহিব্বুল্লাহ বাবুনগরী, নায়েবে আমীর আল্লামা হাফেজ শামসুল আলম, আল্লামা নাইয়্যোম আব্দুল মালেক হালিম, আল্লামা ইদ্রিস, আল্লামা নূর হোসাইন কাসেমী, আল্লামা আহমদ উল্লাহ আশরাফ, আল্লামা তজাম্মুল হক, আল্লামা আব্দুল হামিদ, আল্লামা তাজুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় নেতা মাওলানা লোকমান, মাওলানা সালাহ উদ্দীন, মাওলানা নুরুল ইসলাম জেহাদী, মাওলানা মোস্তাক আহমদ, মাওলানা আব্দুল বাসেত, মাওলানা আব্দুল কুদ্দুস, মাওলানা হবিবুল্লাহ, মাওলানা সলিম উল্লাহ, মাওলানা জাফরুল্লাহ খান, মাওলানা মুনিরুজ্জামান, মাওলানা ফোরকান, যুগ্ম মহাসচিব মাওলানা মুঈনুদ্দীন রুহী, মাওলানা মুফতী ফয়জুল্লাহ, সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা আজিজুল হক ইসলামাবাদী প্রমুখ।

এদিকে হেফাজত নেতা মুফতী মুহাম্মদ ওয়াক্কাসকে ৫টি মামলায় ১৫ দিনের রিমান্ডে নেয়ার প্রতিবাদ জানিয়ে অবিলম্বে রিমান্ড বাতিল ও সকল মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করে তাকে মুক্তি দেয়ার আহ্বান জানিয়েছে হেফাজতে ইসলাম নেতৃবৃন্দ। তারা বলেন, হামলা-মামলা ও জেল-জুলুম দিয়ে ওলামায়ে কেরাম ও তৌহিদী জনতার সীসাঢালা ঐক্যকে কখনো বিচ্ছিন্ন করা যাবে না। তারা বলেন, ইতিহাস সাক্ষী, জেল-জুলুম ও দমন-পীড়ন চালিয়ে অন্যায়-অত্যাচার কেউই অব্যাহত রাখতে পারেনি। তারা সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, শান্তিপ্রিয় ওলামা-মাশায়েখ ও তৌহিদী জনতাকে বারবার উস্কানি দিয়ে সংঘাতের দিকে ঠেলে দিবেন না। অবিলম্বে ১৩ দফা দাবি মেনে নিয়ে দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা করুন। আমরা বারবারই বলেছি, হেফাজত নেতারা ক্ষমতার মসনদ দখল বা রাজনৈতিক কারণে আন্দোলন করছে না। আমাদের প্রতিবাদ আন্দোলন কেবল ঈমান-আক্বিদার সংরক্ষণ ও দেশ রক্ষার তাগিদেই।